বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ
১ম পর্ব পরীক্ষা-২০২০
শ্রেণিঃ তৃতীয়
বিষয়ঃ বাংলা

মোছাঃ রোকসানা ইয়াসমিন
সহকারী শিক্ষক (বাংলা)

আমাদের এই বাংলাদেশ

প্রশ্নের উত্তরঃ

ক)সূর্য ওঠার পূর্বদেশ কোনটি? (ছোট প্রশ্ন)

উত্তরঃ বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি। এদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে মনের আবেগে কবি বলে ওঠেন বাংলাদেশ সূর্য ওঠার পূর্বদেশ।

খ) কোন দেশ নদীর দেশ? (ছোট প্রশ্ন)

উত্তরঃবাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। সারা দেশে জালের মতো ছড়িয়ে আছে তেরোশত নদী। এই নদীর মাধ্যমে বহু মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। তাই বাংলাদেশ নদীর দেশ।

গ) কে মাতৃভাষা শেখালেন? (ছোট প্রশ্ন)

উত্তরঃ বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। মায়ের মুখ থেকে শুনে আমরা প্রথম যে ভাষা শিখি সেটাই আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। আর মা এই মাতৃভাষা শেখালেন।

ঘ) মায়ের ভাষাকে মিষ্টি বলা হয়েছে কেন? (বড় প্রশ্ন)

উত্তরঃ মা কথাটি যেমন সবার কাছে অতি মিষ্টি অতি আপন তেমনি মায়ের ভাষাতে জড়িয়ে আছে অনেক মমতা ও ভালবাসা। মায়ের ভাষাতে কথা বলতে পারায় আমর বাঙালিরা গর্বিত। আর এজন্যই মায়ের ভাষাকে মিষ্টি বলা হয়েছে।

রাজা ও তাঁর তিন কন্যা

প্রশ্নের উত্তরঃ

ক) শিমুল বকুল পারুল এদের পরিচয় কী? (ছোট প্রশ্ন)

উত্তরঃ এক ছিল রাজা। তাঁর ছিল তিন কন্যা। শিমুল, বকুল আর পারুল।

খ) মেয়েদের কাছে রাজার প্রশ্নটা কী ছিল? (ছোট প্রশ্ন)

উত্তরঃ একদিন রাজা তাঁর তিন কন্যা ও রানিকে নিয়ে গল্প করছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে এক প্রশ্ন এলো, কোন মেয়ে তাঁকে কীরকম ভালবাসে।

গ) শিমুল ও বকুলের উত্তর শুনে রাজার কেমন লাগল ? (ছোট প্রশ্ন)

উত্তরঃ রাজার বড় মেয়ে শিমুল ও মেঝো মেয়ে বকুলের উত্তর শুনে রাজা মুচকি হাসলেন ও তাঁর মুখে দেখা দিল হাসির রেখা।

ঘ) তোমাকে আমি নুনের মতো ভালবাসি। একথা কে বলেছিল? (ছোট প্রশ্ন)

উত্তরঃ রাজার ছোট কন্যা পারুল রাজার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল,আমি তোমাকে নুনের মতো ভালবাসি।

ঙ) রাজা ছোট কন্যাকে কী করলেন? (ছোট প্রশ্ন)
উত্তরঃ রাজা ছোট কন্যাকে গভীর জঙ্গলে ফেলে দিতে তাকে বনবাসে দিতে হুকুম দিলেন।
চ) বনে রাজার মেয়েকে কারা ফলমূল এনে দিল? (ছোট প্রশ্ন)
উত্তরঃ বনে রাজার মেয়ে পারুলের দুঃখে দিন কাটতে লাগল। হরিণ খরগোশ ও ময়ূর রাজার মেয়েকে অনেক ফলমূল এনে দিল।
ছ) খাবার মুখে দিয়ে রাজা বিরক্ত হলেন কেন? (বড় প্রশ্ন)
উত্তর: রাজা বনে গিয়ে খুব ক্ষুধার্ত হলে খাবার ইচ্ছা জানায়। তখন পারুল রাজার জন্য নানা রকম খাবার রান্না করল কিন্তু একটিতেও নুন দিল না। রাজা খাবার মুখে দিয়ে দেখল বেজায় বিস্বাদ। একটু ও নুন নেই খাবারে। তখন রাজা প্রচণ্ড রাগ ও বিরক্ত হলেন।
জ) তিনি কীভাবে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন? (বড় প্রশ্ন)
উত্তর: নুন ছাড়া খাবার খেয়ে রাজা বুঝলেন খাবার কতটা বিস্বাদ। রাজা তখন প্রশ্ন করলেন- নুন ছাড়া কি কিছু খাওয়া যায়? তখন পারুল বলল– এজন্যই আমি বলেছিলাম আপনাকে আমি নুনের মতো ভালোবাসি। আর তখনই রাজা তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন।
ঝ) রাজ্যে আবার সুখ এলো কেন? (ছোট প্রশ্ন)
উত্তর: রাজা তাঁর বনবাসে পাঠানো মেয়েকে রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। আনন্দের বাদ্য বাজতে লাগল। সবার মুখে হাসি ফুটল এবং রাজার রাজ্যে আবার সুখ ফিরে এলো।
৭) ক) কার উত্তর শুনে রাজার মুখ কালো হয়ে গেল? (বড় প্রশ্ন)
উত্তর: রাজা একদিন তাঁর মেয়েদের কাছে জানতে চাইলেন তাঁকে তাঁর মেয়েরা কেমন ভালোবাসে। বড় দুই মেয়ে শিমুল এবং বকুলের কথা শুনে রাজার মুখে হাসি ফুটে উঠল। রাজার ছোট কন্যা পারুল তার বাবাকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে নুনের মতো ভালোবাসি। ছোট মেয়ে পারুলের উত্তর শুনে রাজা অস্থির হয়ে গেলেন ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ কালো হয়ে গেল।
খ) বনবাস বলতে কী বোঝায়? (বড় প্রশ্ন)
উত্তর: বনবাস বলতে বুঝায় বনে বাস করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া অর্থাৎ লোকালয় থেকে দূরে যেখানে মানুষ জন বাস করে না , সে রকম জায়গায় শাস্তি হিসেবে বসবাস করার জন্য কাউকে রেখে আসাকে বনবাস বলে। বনবাস এক ধরনের শাস্তি।
গ) পারুলের সঙ্গে দেখা করতে কারা এলো? (বড় প্রশ্ন)
উত্তর : গভীর অরণ্যে পারুলের একা একা দিন কাটতে লাগল। পারুলের সঙ্গে দেখা করতে বনের পশুরা এলো। বনের এসব পশুদের মধ্যে ছিল হরিণ , খরগোশ ও ময়ূর। তারা রাজার ছোট মেয়ে পারুলের দুঃখ বুঝতে পারল। পারুলের জন্য এনে দিল নানা ফলমূল।
ঘ) পারুল রান্নার সময় কোনো কিছুতে নুন দিল না কেন ? (বড় প্রশ্ন)
উত্তর: রাজা বনে শিকার করতে এসে ছোট মেয়ে পারুলের ঘরে অতিথি হলেন। পারুল তার বাবাকে চিনতে পারল। খাবার সুস্বাদু হওয়ার জন্য নুন অপরিহার্য । বাবাকে এটা বুঝাতেই পারুল কোনো খাবারে নুন দিল না।
ঙ) খাবার বিস্বাদ হয়েছিল কেন? (বড় প্রশ্ন)

উত্তর: রাজা তাঁর ছোট মেয়ে পারুলকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন। বনে শিকার করতে গিয়ে তিনি ছোট মেয়ের ঘরে অতিথি হয়েছিলেন। পারুল রাজাকে সব খাবার রান্না করে দিয়েছিল নুন ছাড়া। তাই রাজার মুখে সব খাবার বিস্বাদ লেগেছিল। এজন্য নুন না দেওয়ায় খাবার বিস্বাদ হয়েছিল।

চ) রাজা মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন কেন? (বড় প্রশ্ন)

উত্তর: রাজা বনে শিকার করতে এসে ছোট মেয়ে পারুলের ঘরে অতিথি হলেন। পারুল তার বাবার ভুল ভাঙাতে নুন ছাড়া খাবার রান্না করে। তাই বিস্বাদ খাবার খেয়ে রাজা তাঁর ভুল বুঝতে পারেন এবং পরম স্নেহে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন ও রাজ্যে ফিরে নিয়ে যান।

ছ) পারুল রাজ্যে ফিরে আসায় কারা খুশি হলো ? (বড় প্রশ্ন)

উত্তর: রাজা তাঁর ছোট মেয়ে পারুলকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন। রাজা তাঁর ভুল বুঝতে পারেন এবং পারুলকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনেন। পারুল রাজ্যে ফিরে আসায় সবাই খুশি হলো। রানি খুশি হলেন । শিমুল ও বকুল তাদের বোনকে ফিরে পেল। এভাবে রাজ্যে সবার মুখেই হাসি ফুটল।

ভাষা শহিদদের কথা

(ক) ছাত্র-জনতা কী দাবি জানিয়েছিল ? (বড় প্রশ্ন)

উত্তর :- পাকিস্তান সরকার চেয়েছিল উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। তাই ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় নেমে পড়েছিল ছাত্র- জনতা। পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ছিল সেই মিছিলের উপর। এতে শহিদ হয়েছিল সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ নাম না জানা আরও অনেকে। বাংলার ছাত্র-জনতাদের একটা দাবি ছিল । আমাদের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা।

(খ) পাকিস্তানিরা কী চেয়েছিল ? (ছোট প্রশ্ন)

উত্তর : আমরা বাঙ্গালি জাতি। আমাদের ভাষা হবে বাংলা। এ দাবি পাকিস্তান সরকার মানেনি। তাঁরা চেয়েছিল উর্দুকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে।

(গ) ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি কে কে শহিদ হয়েছিল ? (ছোট প্রশ্ন)

উত্তর : অনেক ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাকে আমরা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পেয়েছি। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে অনেকে নিজের জীবন অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। শহিদ হয়েছিলেন- সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ নাম না জানা আরও অনেকে।

(ঘ) ভাষার জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁদের আমরা কী নামে ডাকি ? (ছোট প্রশ্ন)

উত্তর :- ভাষার জন্য যাঁরা অকাতরে নিজের জীবন দিয়েছিলেন তাঁদেরকে আমরা ভাষা শহিদ নামে ডাকি। তাঁদেরকে আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করব।

(ঙ) রফিক উদ্দিন আহমদ কেন ঢাকায় এসেছিলেন ? (ছোট প্রশ্ন)

উত্তর : রফিকউদ্দিন আহমদ হলেন একজন ভাষাশহিদ । তাঁর বাড়ি মানিকগঞ্জে। রফিকউদ্দিন আহমদ কলেজের লেখাপড়া শেষ না করে এসেছিলেন ঢাকায়। তাঁর বাবা ঢাকায় বাদামতলিতে ব্যবসা করতেন। বাবার ব্যবসায় সাহায্য করতে ঢাকায় এসেছিলেন।

(চ) আবদুল জব্বারের বাড়ি কোথায় ? (ছোট প্রশ্ন)

উত্তর :- ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় নেমে পড়েছিল ছাত্র জনতা। তাঁদের মধ্যে একজন ভাষাশহিদ হলেন আবদুল জব্বার। ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে আবদুল জব্বারের বাড়ি।

(ছ) ভাষাশহিদেরা কিসের জন্য জীবন দিয়েছিলেন ? (বড় প্রশ্ন)

উত্তর :- পাকিস্তান সরকার চেয়েছিল উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় নেমে পড়েছিল ছাত্র- জনতা । পুলিশ সেই মিছিলের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিল । এতে শহিদ হয়েছিল সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ নাম না জানা আরও অনেকে। তাঁরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

(জ) ফেব্রুয়ারি মাসে ফোটে এমন কয়েকটি ফুলের নাম কী ? (ছোট প্রশ্ন)

উত্তর : ফেব্রুয়ারি মাস এলেই মনে পড়ে ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারির কথা। ফেব্রুয়ারি মাসে ফোটে এমন তিনটি ফুলের নাম হলো – পলাশ, গাঁদা এবং ডালিয়া ফুল।

(ঝ) ভাষাশহিদেরা কেন অমর ? (বড় প্রশ্ন)

উত্তর :- ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় নেমে পড়েছিল ছাত্র- জনতা। পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিল সেই মিছিলের ওপর। এতে যাঁরা অকাতরে জীবন দিয়েছিলেন- সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার সহ নাম না জানা আরও অনেকে। তাঁদের আত্মত্যাগের ফলেই বাংলা রাষ্ট্রভাষা হয়েছে। তাঁদের এ আত্মত্যাগ কখনো ভোলার নয়। এজন্য তাঁরা অমর।

চল্ চল্ চল্

ক) সারি বেঁধে কারা চলেছে? (বড় প্রশ্ন)

উত্তর: "চল্ চল্ চল্" কবিতায় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম নতুন প্রাণের অধিকারী তরুণদেরকে সারি বেঁধে চলতে ডাক দিয়েছেন। কারণ তরুণেরা দুর্গম পথকে ভয় করে না, শত বাধা বিপত্তি এবং অন্ধকারের পথ মাড়িয়ে নতুন মুক্ত পথের সন্ধান করে।এই অবিচল প্রাণ শক্তির অধিকারী তরুণেরা সারি বেঁধে চলেছে।

খ) কারা তিমির দূর করবে? (বড় প্রশ্ন)

উত্তর: তিমির অর্থ অন্ধকার । কবি এখানে তিমির রাত বলতে বিপদে সংকুল অন্ধকারের ভয়ঙ্কর পথকে বুঝিয়েছেন। নতুন প্রাণের অধিকারী তরুণেরা তিমির দূর করবে। কঠিন প্রতিজ্ঞা , অবিচল মন আর অসীম প্রাণশক্তি নিয়ে তরুণেরা উষার দরজায় আঘাত করে রাঙা প্রভাত ছিনিয়ে আনবে। সেই সাথে অন্ধকারকে ঘুচিয়ে নব আলোকে উদ্ভাসিত করবে । তারা তিমির দূর করে জাতিকে মুক্ত পথের সন্ধান দিবে।

গ) বিন্ধ্যাচল কী? (ছোট প্রশ্ন)

উত্তর: বিন্ধ্যাচল অর্থ বিন্ধ্যা পর্বত। বিন্ধ্যাচল হলো ভারতের একটি পর্বতের নাম।

কুঁজো বুড়ির গল্প

ক) বুড়ির কয়টি কুকুর ছিল? তাদের নাম কী? (ছোট প্রশ্ন)

উত্তর: কুঁজো বুড়ির গল্পটি লোকমুখে প্রচলিত একটি রসালো গল্প। বুড়ির তিনটি কুকুর ছিল। কুকুর তিনটির নাম ছিল খুব মজার। তাদের নাম হলো– রঙ্গা, বঙ্গা আর ভুতো।

খ) বুড়ি কোথায় যাচ্ছিলেন? (ছোট প্রশ্ন)

উত্তর: কুঁজো বুড়ির গল্পটি লোকমুখে প্রচলিত একটি রসালো গল্প। এ গল্পের মাধ্যমে আমরা ধৈর্য ও বুদ্ধির পরিচয় পাই। এই গল্পে বুড়ি তার নাতনির বাড়ি যাচ্ছিলেন।

গ) কুকুর তিনটিকে বুড়ি কী বলে গেলেন? (বড় প্রশ্ন)

উত্তর: কুঁজো বুড়ির গল্পটি লোকমুখে প্রচলিত একটি রসালো গল্প। এ গল্পের মাধ্যমে আমরা ধৈর্য ও বুদ্ধির পরিচয় পাই। একদিন বুড়ি ঠিক করলেন আদরের নাতনিকে দেখতে তার বাড়ি যাবেন। তাই বুড়ি তার কুকুর তিনটিকে ডাকলেন এবং বললেন তোরা বাড়ি পাহারা দে। আমি নাতনিকে দেখে আসি।

ঘ) বুড়ি শিয়ালকে কী বললেন? (বড় প্রশ্ন)

উত্তর: বুড়ি তার নাতনির বাড়ি যাওয়ার সময় পথে এক শিয়ালের দেখা পান। তখন শিয়াল বলল, আমার খুব খিদে। বুড়ি, তোমাকে আমি খাব। বুড়ি বুদ্ধি করে বললেন, "আমাকে এখন খেয়ো না। আমার গায়ে কি মাংস আছে? আগে নাতনির বাড়ি যাই। খেয়েদেয়ে মোটাতাজা হয়ে আসি। তখন বরং খেয়ো।"

ঙ) বুড়ি বাঘকে কী বললেন? (বড় প্রশ্ন)

উত্তর: বুদ্ধির ফলে বুড়ি শিয়াল ও বাঘের হাত থেকে রক্ষা পান। বুড়ি শিয়ালকে যা বলেছিলেন বাঘকেও একই কথা বললেন। বুড়ি বলেছিলেন, " আমাকে এখন খেয়ো না। আমার গায়ে কি মাংস আছে? আগে নাতনির বাড়ি যাই। খেয়েদেয়ে মোটাতাজা হয়ে আসি। তখন বরং খেয়ো।"

চ) নাতনির বাড়িতে গিয়ে বুড়ি মোটা হলেন কীভাবে? (বড় প্রশ্ন)

উত্তর: এ গল্পের বুড়ি তার নাতনির বাড়ি যাওয়ার পথে শিয়াল ও বাঘের পাল্লায় পড়ে। তখন বুড়ি কৌশলে তাদের হাত থেকে রক্ষা পান। নাতনির বাড়ি যাবার পর নাতনি বুড়িকে অনেক আদর যত্ন করলেন। তাকে মজার মজার খাবার খাওয়ালেন। সেই খাবার খেয়ে বুড়ি মোটা হয়ে গেলেন।

ছ) নাতনি বুড়িকে কী রকম করে পাঠাল? (বড় প্রশ্ন)

উত্তর: কুঁজো বুড়ি গল্পের বুড়ি তার নাতনির বাড়ি যাওয়ার পথে শিয়াল ও বাঘের পাল্লায় পড়ে। এ সব কিছু বুড়ি তার নাতনিকে খুলে বলল, তখন নাতনি একটা মস্ত বড় লাউয়ের খোল যোগাড় করল। তার ভিতরে ঢুকিয়ে দিল বুড়িকে। সঙ্গে দিল চিঁড়ে আর গুড়। এবার খোলটাকে দিল জোরে এক ধাক্কা । গড়িয়ে চলল সেই লাউয়ের খোল। নাতনি বুড়িকে এভাবে বাড়ি পাঠাল।

জ) বাড়ি ফেরার পথে কার কার সঙ্গে বুড়ির দেখা হলো ? (বড় প্রশ্ন)

উত্তর: এ গল্পের বুড়ি তার নাতনির বাড়ি যাওয়ার পথে শিয়াল ও বাঘের পাল্লায় পড়ে। তখন বুড়ি বুদ্ধির মাধ্যমে তাদের হাত থেকে রক্ষা পান। সব কথা শুনে বুড়ির নাতনি তাকে লাউয়ের খোলের ভিতর ঢুকিয়ে পাঠিয়েছিল। ফেরার পথে বুড়ির বাঘ ও শিয়ালের সাথে দেখা হলো।

ঝ) বুড়ি কীভাবে প্রাণীদের হাত থেকে বাঁচলেন? (বড় প্রশ্ন)

উত্তর: বুড়ি একদিন তার নাতনিকে দেখার জন্য নাতনির বাড়ি যাচ্ছিল। পথে শেয়াল ও বাঘের পাল্লায় পড়ে। শেয়ালটি বুড়িকে খেতে চাইল। বুড়ি বলল আমার যে তোর একটা গান শোনার শখ আছে। শেয়াল হেসে বলল ও এই কথা। শেয়াল তখনই গান ধরল, হুক্কা হুয়া। হুক্কা হুয়া। বুড়ি গিয়ে দাঁড়াল একটা উঁচু ঢিবির উপর। বুড়ি গানের সুরে ডাকল তার কুকুরগুলোকে। নিমেষেই ছুটে এলো বুড়ির তিনটি কুকুর। শেয়ালকে ঘিরে ফেলল তারা। একটা কামড় দিল শেয়ালের কানে, একটা পায়ে, আরেকটা ঘাড়ে। শেয়ালের তখন মরমর দশা। বুড়ি মহানন্দে বাড়ি ফিরে গেল। আর এভাবেই বুড়ি প্রাণীদের হাত থেকে বাঁচলেন।

তালগাছ

ক) তালগাছকে দেখে কী মনে হয়? (বড় প্রশ্ন)

উত্তর: তালগাছ মনে মনে অনেক কিছু কল্পনা করে। যখন বাতাস উঠে তখন তার পাতাগুলো ডানা বাড়িয়ে আকাশে উড়তে থাকে। তালগাছকে দেখে মনে হয় এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য গাছগুলোকে ছাড়িয়ে আকাশের দিকে উঁকি মারছে।

খ) 'মনে সাধ কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়' কথাটির অর্থ কী? (বড় প্রশ্ন)

উত্তর: তালগাছ মনে মনে অনেক কিছু কল্পনা করে। তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সে যেন আকাশে উঁকি মারে। তার মনে কালো মেঘ ভেদ করে যাওয়ার সাধ জাগে। তালগাছের ইচ্ছে হয়, সে পাখির মতো ডানা মেলে কালো মেঘের ওপারে উড়ে যাবে।

গ) তালগাছ কীভাবে তার ইচ্ছাকে ছড়িয়ে দেয়? (বড় প্রশ্ন)

উত্তর: তালগাছ অন্যান্য গাছ থেকে অনেক লম্বা। যখন বাতাস ওঠে তখন বাতাসে তার পাতাগুলো উড়িয়ে অনেক ইচ্ছা প্রকাশ করে। যখন বাতাস ওঠে তালগাছের পাতাগুলো থরথর করে কাঁপে। তালগাছ তার পাতাগুলোকে ডানা মনে করে। সে একেবারে উড়ে যেতে চায়। এভাবে তালগাছ তার ইচ্ছাকে ছড়িয়ে দেয়।

ঘ) তালগাছ পাখা চায় কেন? (বড় প্রশ্ন)

উত্তর: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তালগাছ' কবিতায় তার কল্পনায় তালগাছের মনের ইচ্ছা বর্ণনা করেছেন। তালগাছ অন্যান্য গাছ থেকে অনেক লম্বা। তালগাছ তার পাতাগুলোকে ডানা মনে করে। সে একেবারে উড়ে যেতে চায়। তালগাছ আকাশের তারাগুলোকে এড়িয়ে অনেক দূর থেকে ঘুরে আসতে চায়। এজন্য সে পাখা চায়।

একাই একটি দুর্গ

ক) কারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে এগিয়ে আসছিল? (ছোট প্রশ্ন)

উত্তর: অধিনায়ক সিপাহি মোস্তফা কামালের দলে ছিলেন মাত্র দশজন সৈন্য। মুক্তিযোদ্ধাদের তুলনায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যুদ্ধের জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে এগিয়ে আসছিল।

খ) মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় অবস্থান নিয়েছিল? (বড় প্রশ্ন)

উত্তর: ১৯৭১ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সিপাহি মোস্তফা কামালসহ তাঁর সঙ্গিদের উপর আক্রমণ চালায়। সিপাহি মোস্তফা কামাল মাত্র দশজন সৈন্য নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য রুখে দাঁড়ান। মুক্তিযোদ্ধারা যখন খবর পেল হানাদার বাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়া দখল করে নেয়ার জন্য এগিয়ে আসছে তখন মুক্তিবাহিনী তাদের প্রতিহত করার জন্য দরুইন গ্রামে অবস্থান নিয়েছিল।

গ) মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে কোন দুটি পথ খোলা ছিল? (বড় প্রশ্ন)

উত্তর: ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। মুক্তির স্বপ্নে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মোস্তফা কামালের চোখ। ১৯৭১ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সিপাহি মোস্তফা কামালসহ তাঁর সঙ্গিদের উপর আক্রমণ চালায়। এ সময় অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা বিপর্যস্ত তখন তাঁদের সামনে দুটি পথ খোলা ছিল–

১) সামনা-সামনি যুদ্ধ করে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়া।

২) পূর্ব দিক দিয়ে পিছু হটে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়া।

ঘ) সঙ্গীদের জীবন বাঁচাতে মোস্তফা কামাল কী সিদ্ধান্ত নিলেন? (বড় প্রশ্ন)

উত্তর: ১৯৭১ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সিপাহি মোস্তফা কামালসহ তাঁর সঙ্গিদের উপর আক্রমণ চালায়। এ সময় কয়েকজন সহযোদ্ধা শহিদ হন এবং তাঁর দল বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন মোস্তফা কামাল বুঝতে পারেন এখন পিছু হটলে সবার মৃত্যু অবধারিত। তাই তিনি নিজের জীবনের চিন্তা না করে একাই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন অন্যদের পিছু হটার নির্দেশ দিলেন।

ঙ) একাই একটি দুর্গ কাকে বোঝানো হয়েছে? কেন? (বড় প্রশ্ন)

উত্তর: একাই একটি দুর্গ বলতে বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহি মোস্তফা কামালকে বোঝানো হয়েছে । ১৯৭১ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সিপাহি মোস্তফা কামালসহ তাঁর সঙ্গিদের উপর আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণে সকলের মৃত্যু নিশ্চিত একথা যখন মোস্তফা কামাল বুঝতে পারলেন, তখন তিনি তাঁর সহযোদ্ধাদের পিছু হটার নির্দেশ দিলেন। হানাদার বাহিনীকে ঠেকাতে তিনি একাই প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। হানাদার বাহিনী নিকটে এসেও তাঁর গুলির তোড়ের সামনে এগুতে পারছিল না। তাই বলা হয়েছে তিনি একাই যেন একটি দুর্গ।

আমার পণ

ক) সারাদিন আমি কীভাবে চলব? (বড় প্রশ্ন)

উত্তর: আমি একজন ছাত্র হিসেবে ঘুম থেকে উঠে সারাদিন ভালো হয়ে চলবো। গুরুজনদের আদেশ মেনে চলবো, ভালো ছেলেদের সাথে খেলা করবো, পড়ার সময় পড়বো, মিথ্যা কথা বলবো না, লোভ ও ঝগড়া করবো না, সবার সাথে মিলেমিশে থেকে সারাদিন ভালো হয়ে চলবো।

খ) কারা গুরুজন? (ছোট প্রশ্ন)

উত্তর: গুরুজন আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। গুরুজন বলতে আমরা বুঝি, যারা বয়সে আমাদের চেয়ে বড় এবং সম্মানীয় ব্যক্তিগণ। গুরুজনেরা হলেন- মা, বাবা, দাদা, দাদি, নানা, নানি ও শিক্ষকগণ।

গ) পড়ার সময় আমরা কী করবো? (বড় প্রশ্ন)

উত্তর: আমরা শিক্ষার্থী। আমরা ঘুম থেকে উঠে সারাদিন ভালো হয়ে চলবো, গুরুজনদের আদেশ মেনে চলবো, ভালো ছেলেদের সাথে খেলা করবো, কখনো মিথ্যা কথা বলবো না, ঝগড়া করবো না। পাঠে অবহেলা করবো না। পড়ার সময় আমরা মনোযোগ দিয়ে পড়বো।

ঘ) কোন ধরনের কথা আমি বলবন না? (ছোট প্রশ্ন)

উত্তর: আমরা শিক্ষার্থী। আমরা গুরুজনদের কথা মান্য করবো, ভালো ছেলেদের সাথে মিশবো, ঝগড়া করবো না। পাঠে অবহেলা করবো না। পড়ার সময় আমরা মনোযোগ দিয়ে পড়বো। আমরা কখনো মিথ্যা কথা বলবো না।

ঙ) কাদের আমরা ভালোবাসব? (ছোট প্রশ্ন)

উত্তর: আমরা শিক্ষার্থী। আমরা কারো সাথে ঝগড়া বিবাদ ও মিথ্যা কথা বলবো না। আমরা ভাই-বোনসহ সবাইকে ভালোবাসব।

চ) অন্যের দুঃখে আমরা কী করব? (ছোট প্রশ্ন)

উত্তরঃ আমরা শিক্ষার্থী। কবি তার এই কবিতায় গুরুজনদের মান্য করা, ঝগড়া না করা, মিথ্যা না বলার উপদেশ দিয়েছেন। অন্যের দুঃখে আমরা ব্যথিত হব। দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াব। তাদেরকে সহানুভূতি জানাব।

১। শব্দার্থ ও শূন্যস্থান পূরণ পাঠ্যবই অনুশীলন।

২। কবিতাঃ ৮ লাইন পাঠ্যবই অনুশীলন।

৩। যুক্তবর্ণ ভেঙে একটি করে শব্দ (পাঠ্যবই অনুশীলন)

৪। শব্দার্থ দিয়ে বাক্য তৈরি (নিজে অনুশীলন)

৫। ব্যাকরণঃ অনুশীলনীর প্রশ্ন (ব্যাকরণ বই)

৬। রচনাঃ (ব্যাকরণ বই)